The Dhaka University Journal of Linguistics : Vol. 10, No. 19, Publishers: Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

মারমা-শব্দরূপ: ভূমিকা

(মারমা ভাষার ভাষিক উপকরণ : শব্দগঠন, শব্দঋণ এবং প্রাসঙ্গিক কথা)

মনিরুজ্জামান*

Abstract : The aim of this paper is to describe different lexical and grammatical features of Marma language. The study chiefly focuses on popular debates related to this language and diverse sociolinguistic attributes are also taken into account to get a plausible inference of it. There will be opportunities to analyze this language in detail as a follow up initiative of the research work.

● সংখ্যালঘু ভাষাআলোচনার সমস্যা ও মারমা ভাষার তথ্যসংকট

ভারতে বা অন্যান্য দেশে সংখ্যালঘু ভাষাভাষীর তথ্য, এমনকি তৎবিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি যেমন সুলভ, বাংলাদেশে উপজাতীয়দের ভাষা সম্পর্কে তেমনটি নয়। এদেশে গবেষণার অপ্রতুলতাই তার কারণ, এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তা খুবই চোখে পড়ে। মাত্র কিছুদিন আগে চেন্নাই থেকে প্রকাশিত একটি গ্রন্থসূত্রের উল্লেখ করলেই, কী বোঝাতে চাচ্ছি, তা স্পষ্ট হবে। L.S. Ramaiyah and B. Ramakrishna Reddy সম্পাদিত The Tribal and Minor Dravidian Languages (২০০৫) গ্রন্থটি তার উদাহরণ হতে পারে। এটা আন্তর্জাতিক দ্রাবিড় ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা-পরিকল্পনার একটি অংশ (৬ষ্ঠ পর্ব)। সংকলনটি গ্রন্থতালিকাসহ আলোচ্য ভাষাসমূহের প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারোপযোগী যাবৎ তথ্যের একটি বিস্ময়কর সমাহার। কেবল তথ্য বিশ্লেষণ বা আলোচনাই নয়, গ্রন্থপঞ্জিসহ আসলে এটি একটি তথ্যভাণ্ডার বিশেষ। অর্থাৎ উল্লিখিত গ্রন্থটি সংখ্যালঘু ভাষার রেফারেন্সের একটি বিরাট অভাব পূরণেরও ইতিহাস। যাই হোক, গ্রন্থটি আমাদের দেশের, বিশেষত সংখ্যালঘু ভাষার পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রেও আমাদের সচেতন হতে সাহায্য করে। বর্তমান আলোচনায় আমাদের লক্ষ্য এদেশের পার্বত্য অঞ্চলের অন্যতম সংখ্যালঘু ভাষা 'মারমা'র একটি বিবরণ প্রকাশ করা। তবে এই ভাষার বা ভাষিক রূপের গুরুত্বটি প্রধানত কোন দৃষ্টিতে বিবেচনায় প্রাধান্য পাওয়া আবশ্যক উল্লিখিত গ্রন্থের আলোকে আমরা তা দেখে নিতে পারি।

ভাষা-পরিচিতি ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখের পর উল্লিখিত গ্রন্থে যে বিষয়সমূহে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হলো ভাষাগুলির যথার্থ নাম নির্দেশ বা চিহ্নায়ন করা, বিকল্পনাম

* অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

থাকলে সেটা ও তার হেতু (ঐতিহাসিকভাবে) উল্লেখসহ নির্দিষ্ট ভাষাভাষীদের ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ করা এবং ভাষিক আলোচনায় সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলি যথাযথ উল্লেখ করা ও বিষয়সমূহের উপযুক্ত ব্যাখ্যাও প্রদান করা। এছাড়া এ গ্রন্থের বিশেষ উলে- খ্য বিষয় এই যে, এখানে শাখাভাষাগুলিরও অনুসন্ধানকৃত তথ্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন রয়েছে অপরিচিত-প্রায়, অজ্ঞাত-পূর্ব এবং মাত্র-আবিষ্কৃত ভাষারূপগুলির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণের আন্তরিক প্রয়াস। বলা বাহুল্য, প্রান্তিক ভাষাসমূহের এইরূপ বিস্তৃত পরিচয় প্রদান বাস্তবিকই বিরল ঘটনা। বাংলাদেশের (সংখ্যালঘু-) ভাষার আলোচনা ক্ষেত্রে এই আদর্শটিকে অনুসরণযোগ্য ভাবা যেতে পারে, কিন্তু সে ব্যবস্থার লক্ষ্যে উপযুক্ত পরিবেশ এবং জনশক্তি (গবেষক)-র যে একান্ত অভাব তা অস্বীকার করার উপায় কী। পার্বত্য চট্টগ্রামে ও অন্যত্র বিভিন্ন উপজাতির (চাকমা, মারমা, তংচংঞ্যা, ম্রো, পাংখোয়া, বনযোগী, রাখাইন, প্রভৃতি) অবস্থান এবং তাদের ভাষারূপের বৈচিত্র্য বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের তথ্যের অভাবটাই প্রথমে চোখে পড়ে। এ বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া আবশ্যক। আমাদের সংখ্যালঘু জাতিগুলির প্রকৃত পরিচিতি (নাম, উপনাম), শাখাসমূহের নাম-পরিচয় এবং অবস্থান বিষয়ক তথ্যাদি এখনও পূর্ণভাবে আমাদের জানা নেই। ভাষাগবেষণার ক্ষেত্রে এটি অবশ্যই একটি বিশেষ বাধা।

আমাদের গবেষকগণ সংখ্যালঘুদের বিষয়ে আগ্রহী নন, সে কথা বলা যাবে না। পার্বত্য জাতিদের ভাষা-সংস্কৃতিতে এখন অনেকেই সুগম। বিপ্রদাস বড়ুয়ার কথা-সাহিত্য এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে রচিত আব্দুস সাত্তার, আবদুল মাবুদ খান, দুলাল চৌধুরী, সুগত চাকমা, শাওন ফরিদ, আজাদ বুলবুল (গাজী গোলাম মওলা), মুস্তফা মজিদ, জাফর আহমাদ হানাফী, হাফিজ রশিদ খান, সুহৃদ চাকমা, নির্বাণ পাল প্রমুখের গবেষণা তার প্রমাণ। এর সাথে পুরনো আরও কয়েকজনের নামও যুক্ত করা যাবে; যথা: সতীশ ঘোষ, অশোক কুমার দেওয়ান, নোয়ারাম চাকমা, সি আর চাকমা (আসাম), বীরকুমার তনচংগ্যা, প্রভাত কুমার দেওয়ান, কৃষ্ণানাগ চৌধুরী (কোলকাতা) প্রমুখ। যাই হোক, হাতে গোনা এই কয়েকজন ছাড়া ভাষা নিয়ে তেমন কেউই প্রায় কথা বলেননি এবং এঁদের আলোচনাও সনাতন মাত্রার খুব বাইরে নয়। হয়ত আগামী প্রাগ্রসর ছাত্রসমাজ ও তরুণ গবেষকগণ এই অবস্থার আশু পরিবর্তন ঘটাবেন, এটা আশা করা যায়।

১. ভাষার প্রকার ও মারমা

মানুষ ভাষার অধিকার নিয়ে জন্মালেও একই রকম বা একই ভাষার মধ্যেও যে নানারকম উচ্চারণভেদ, উপকরণের ভেদ (রূপগত বৈচিত্র্য) ও প্রকার (টাইপ) ভেদ আছে, তা কে না জানে। বাংলা ও অসমীয়া একই প্রত্নভাষা রূপের দুই 'সহোদর' বা শাখা ভাষা, অথচ তাদের গঠনে বা পদক্রমে অনেক পার্থক্য। ভারতীয় আর্য ভাষা আধুনিক স্তরে (NIA) প্রবেশের কালে তার সকল শাখা বা সহশাখা ক্রিয়ান্ত গঠন-রূপ

বা SOV-প্যাটার্ন গ্রহণ করেনি। একইভাবে ক্রিয়া-পূর্ব নঞর্থ রূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পার্থক্য দেখা দেয়। সব (আধুনিক) ভারতীয় ভাষায় স এবং শ এর সম ব্যবহারে এবং স>হ ব্যবহারেও কাল এবং 'Reflex'-গতভাবে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। তেমনি, তিব্বতি-বর্মি (TB) ভাষাগুলিতেও একাধিক গঠনপ্রকৃতির ছাপ লক্ষ করা যায়। এগুলি ভাষার নিজস্ব সৃজন (Innovation) বা স্বকৃত পরিবর্তন হলেও এর ভিতর অনেক বিষয় আছে যা প্রতিবেশী ভাষাসংযোগ বা প্রভাবজাত। ভাষা-সমতা (dialect Leveling) সকল সময় সংযোগঘটিত কি-না, সন্দেহ হয়। *মৈমনসিংহ-গীতিকার* 'কমলা' পালার চরণে পাই 'মনের আগুন মনে জ্বলে না করে পরকাশ' কিংবা 'খাইয়া বাটার পান না লইল চুন' অথবা 'বিয়া না করিলে কন্যা না চিন মদন' বা 'ভাতপানি নাহি চাই তোমার সদনে' ইত্যাদি এমন ভুরি ভুরি উদাহরণ অন্যান্য পালাতেও সাধারণ। যেখানে ক্রিয়া-পূর্ব 'নক'-এর ব্যবহার বিশিষ্টার্থক বা বিশেষ বৈশিষ্ট্যিক। তথাপি তা নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলের সংযৌগিক বিষয় বলা অহেতুক মাত্র। ক্রিয়া-পূর্ব নঞর্থ ভাবরূপ ও কর্মরূপ এখানে সাধারণ। মারমা ভাষাতেও তাই দেখি :

য়াকসু (he) ম (no) লে (to come) হুইং (can) লি (excessive verbal marker)=
গঠন ধারা = [সে না আসতে পারে = সে আসতে পারে না]
উদাহরণ = নাং (তুমি) মা (না) চাল (খেও) = তুমি খেও না।

(লক্ষণীয়, এখানে ক্রিয়া-পূর্ব নঞর্থ বোধক প্রকাশে ম এবং মা উভয়েরই ব্যবহার দেখা যায়।)

২. ভাষার আভিহিতিগত সমস্যা

পূর্বে উল্লেখিত উপকরণগত সীমাবদ্ধতা ছাড়াও বাংলাদেশে উপজাতীয় ভাষার আলোচনায় অন্যবিধ কিছু বাধাও আছে। যেমন অধিকাংশত ভাষাগুলি কী নামে অভিহিত হবে এই সমস্যার সাথে তা জড়িত এবং এভাবে নামগুলিও বিতর্কিত। যে নৃ-গোষ্ঠী নিজেদের একটা বিশেষ নামে, ধরা যাক 'ম্রো' বলেই পরিচয় দেয় বা দিতে চায়, তারা এই নামের উৎপত্তি ও বিবর্তন বিষয়ে নিজেরাই গোলযোগের মধ্যে বাস করে। এইভাবে নামের বিপত্তি ঘটে — তারা ম্রো না মুরং, রাখাইন না মারমা ইত্যাদি। আবার জাতীয় পরিচিতেতেও সমস্যা আছে, যেমন তারা তনচংয়া (তঞ্চঙ্গঞ্যা) না দৈংনাক নাকি চাকমাদের উপশাখা, ইত্যাদি।

নামকরণ কীসের ওপর নির্ভর করে, জানি না। উৎস যখন একই হয়, যেমন বার্মা বা আরাকানের অরণ্যসংকুল ভূমি, তখন সেখানকার আগত ভাষাগুলি নানা নামে পরিচিত হতে থাকে এবং স্বাধীনসত্তা অর্জনেও আগ্রহী হয়। নাম-পার্থক্য তখন অর্থহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু এরাই আবার নৃ-পরিচয় ছাড়াও ভাষাগত গঠনে নানা ভাষার প্রভাব গ্রহণ করে নেয় কিংবা প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মিশ্রণ ঘটায়, তখন ভাষা আলোচনা হয় দুরূহ। সংখ্যালঘু ভাষা এইরূপ বৈচিত্র্য ধারণের প্রবণতায় আক্রান্ত।

মারমা ভাষাকে আমরা সেই দিক থেকে লক্ষ করব। তার আগে এই ভাষাভাষী সম্পর্কে প্রচলিত আলোচনাগুলিতে যে তথ্য সুলভ তার কিছু উল্লেখ রাখা যেতে পারে।

৩. মারমা জাতির পরিচয়

মারমা শব্দটি 'বার্মিজ' শব্দ থেকে উৎপন্ন; এর অর্থ বার্মাবাসী। মারমাদের পূর্বপুরুষ পেগুতে বসবাস করত। ১৫৯৯-তে তারা সেনাধিপতি মহাপিন্নাগের নেতৃত্বে পরিকল্পিত অভিযানে বঙ্গীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। এরা চীনা অঞ্চলে তাই (Tai) বা মহাটাই-এর স্থানীয় অধিবাসী। বঙ্গীয় বৌদ্ধ মারমা (মগধীয়) পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন নাম গ্রহণ করে থাকলেও আদতে তারা সেই 'তাই' বা 'টাইলুয়াং' গোষ্ঠীরই নৃ-জন। জুমচাষ এবং মূল ও কন্দ সংগ্রহ করে এর জীবিকা নির্বাহ করে। ভাত, শাক-সব্জি এবং শুটকি, নাপ্পি (ঞাপ্পি) মদ তাদের প্রিয় খাদ্য। খামি এবং আঙ্গি এদের পরিধেয় বস্ত্র যা তারা নিজেরাই তৈরি করে থাকে। সংগীত-প্রিয় না হলেও তাস জাতীয় খেলা এদের বিনোদনের বিষয়। এরা সমাজ জীবনে পুরুষ-কর্তৃত্বাধীনে চলে। রাজা- হেডম্যান-কারবারীর নিয়ন্ত্রণে তিন স্তরে সমাজের শাসন পরিচালিত হয়। ভাষাগতভাবে এরা বার্মা-আরাকান ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এর অর্থ, এবং নৃবিজ্ঞানীদের মতে, এরা তিব্বতী-বর্মী (TB) জাতির লোলো-বার্মিজ ভাষাভাষীদের (L-B) একটি উপশাখা। একই উৎসজাত হলেও মোঙ্গলীয় আকৃতির মুরং ও ম্রোদের সাথে এদের সম্পর্ক স্পষ্ট নয়। ম্রো-চা ম্রোদের নিজস্ব নাম। এর থেকে লক্ষ করা যায় যে 'চা' এই সহ-শব্দটি মারমা ভাষায়ও বিরল নয়, বরং বহুলভাবেই ব্যবহৃত। দ্রষ্টব্য, মারমা ঙাচা, ঙারোচা, কলংচা, প্রভৃতি। সর্বনামে ঙা/আং, আঙ এবং ক্রিয়ারূপে 'চা' বহু তিব্বতি-বর্মি ভাষায় সাধারণ। তবে ম্রোদের সঙ্গে মুরুং, উযি, নাইওপ্রিং, মিকির, মেইথেই, কুকি-নাগাদের তো বটেই, এছাড়াও মিজো, গারো, কারেন, মনিপুরি, এমনকি লাদাকি, নেপালি প্রভৃতি ভাষারও মিল পাওয়া যায়। মারমাদের সংযোগও এদের মতোই বহুমুখী। মারমাদের এবং আরাকানিদের তিনটি ভাষা-বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়, Sittwe-Marma, Ramree এবং Thandwe। (এক্ষেত্রে রাখাইন বিষয়ক আমার আলোচনা *উপভাষাচর্চার ভূমিকা* গ্রন্থে দেখা যেতে পারে।) এরা ধর্মে বৌদ্ধ হলেও এদের মধ্যে এখনও যথেষ্ট প্রকৃতিপূজারীও আছে। কালের প্রবাহে ক্যং স্থলে গির্জা-সংস্কৃতি তথা খ্রিষ্ট ধর্মের প্রভাবকেও এদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে।

৪. মারমা ভাষার ব্যবহারিক প্রকৃতি ও বিবিধ গঠন

নঞর্থ বোধক শব্দের ব্যবহার

পূর্বে এতদ বিষয়ে সামান্য ইঙ্গিত করা হয়েছে। আসলে এই ভাসায় নঞর্থ চিহ্নরূপের (ম, মা) ব্যবহারিক প্রকৃতিটি ক্রিয়া বিশেষের সংলগ্নতার ওপর নির্ভরশীল। ভাষার অন্তর্গত বৈপরীত্যিক রূপগুলি, যাকে বলা হয় Typological Alterations (TA), তা

ভাষার একটি শক্তিরও পরিচায়ক। অন্তত ভাষার (সীমিত রূপেরও প্রকার পরিচয় তা প্রদর্শন করে। মারমার নঞর্থ ক্রিয়াই শুধু নয়, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ক্রিয়ার অন্যান্য রূপেরও এই TA-প্রকৃতিতে ও বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট বা শক্তিমান। ভাষাবিদ কে.এস. নাগরাজ দেখিয়েছেন, তুলনাত্মক ও সাংগঠনিক বিচারেও কোনো কোনো ভাষার এই TA-চারিত্র্য পরিবেশভেদে প্রাধান্য লাভ করে। মারমা ভাষায় এর উদাহরণ অলভ্য নয়। নিচের উদাহরণে 'সে যায়' বা 'তুমি যাও' গঠনগতভাবে SOV (বা SV) প্রকৃতির, অর্থাৎ কর্তার পরে ক্রিয়া, যার সাথে মারমা ভাষার আপাত বিরোধের যায়গাটা শূন্য। কিন্তু ভাষার অন্তর্গত খেলাটা এখানে ভিন্নই। আমাদের সূত্র =/ Pronoun = P+ Verb = V, (S ও P এর আভিন্নতা বুঝে নিতে হবে)।-

সে যায় = : য়াক্সু-লা-রি / কর্ত্তৃ + ক্রি + O = (সাধারণ) ... = Pvx (X = Void)

তুমি যাও = : নাং-লা-ফু/কর্ত্তৃ/+ক্রি (+) = (অবশ্যবোধক)... S/PV-> VC(S(A^{dv})V)

[সাবজেক্ট বা কর্তৃকারককে এখানে সর্বনামের (P) ভূমিকাটি দ্বিরূপী। খণ্ডে সেটাকেই + (X = O) এর প্যারাডাইম (স্থলাভিষিক্ত রূপ) হিসাবে পাই + Adv, যার অর্থ ক্রিয়া এখানে নিরর্থক হিসাবে বসেনি। ক্রিয়াটি এখানে শূন্যগর্ভও নয়। Condtiioning = C দিয়ে ক্রিয়ার গুণমানটিই বুঝানো হয়েছে।]

এখানে যে পরিবর্তন তা ক্রিয়ার ['লা'] সহরূপের বিকল্পিক ব্যবহার। সর্বনামের পরিবর্তন তার হেতু নয়। বলার ঝোঁক বা টোনের ধরন এখানে কাজ করেছে; (যেমন হয় 'লা-পু'-র সাথে স্থিরতা বা আবশ্যকতা বাচক অতিরিক্ত 'ইং' বা 'ব্যৎ' যুক্ত হলে)। কিন্তু নিশ্চয়তা বা প্রয়োজন বিধায়ই এখানে ব্যাকরণী ভেদসৃষ্টি ঘটেছে লক্ষ করা যায়।

৫. মারমার ভাষা-প্রণালী (Rules of Marma Grammar)

মারমা ব্যাকরণে একই ক্রিয়ার সাধারণ ও বিশেষ ব্যবহার উভয়ই লক্ষ করা যায়। সে ক্ষেত্রে ক্রিয়ার চিহ্নটি হয় বিশিষ্টক বা 'marked' (ওপরের লা ক্রিয়ার সাথে ফু ক্রিয়া-চিহ্নটির ব্যবহার দেখা যেতে পারে)। কালের উল্লেখ যথা খুরুইকা, এ্রোয়িঈ প্রভৃতি না থাকলে এক্ষেত্রে কেবল যাওয়া ক্রিয়ার ওপরই জোর পড়বে এবং নিশ্চয়তা বা আবশ্যকতার অর্থকেই প্রাধান্য দেবে।

৬. মারমা ভাষার উপকরণ

৬(ক) আদ্য উপকরণ সন্ধান

ভাষার উপকরণ হলো চার প্রকার। শিশু প্রথমে যা দিয়ে শুরু করে অর্থাৎ শুধু ধ্বনি, সেটিই হলো আদি এবং প্রাথমিক উপকরণ। শেষ উপকরণটি তত্ত্বগতভাবে পণ্ডিতেরা যুক্ত করেছেন, নাম দিয়েছেন বাগার্থ। সেটা কী জিনিস এবং কতদূর তার সীমানা তার

মীমাংসা এখনও হয়নি। মাঝখানে রায়েছে আর দুটি পর্যায়। একটি, যাকে বলা হয় 'শব্দ', তার মৌল উপাদানগুলির আদ্যোপান্ত চুলচেরা বিচার করে তার উচ্চারণ থেকে গঠনাদির সমুদয় বিবরণ যথাসঙ্গত সূত্রাকারে উল্লেখ করে গেছেন খ্রি.পূ. ৫ম শতকের বৈয়াকরণ পাণিনি। বাকি রইলো 'শব্দ', যা দিয়ে গঠিত হয় বাক্য। সে আলোচনাও ভারতীয় মুণীরাই, বিশেষত ভর্তৃহরি সম্পন্ন করে গেছেন। আসলে আর্যগণই প্রথম এই উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করেন বেদের পঞ্চ-উপাসনার অন্যতম আধার রূপে। তাঁরা এটি চিহ্নিত করেছিলেন দুই ভাগে: প্রাতিশাখ্য এবং শিক্ষারূপে। এই আলোচনা বহু বহু পরে সকলের গোচর হলে পশ্চিম জগৎ ধীরে ধীরে ভাষাতত্ত্বের দরোজাগুলি পার হয়ে বর্তমান অবস্থানে এসে পৌঁছায়। ভাষাতত্ত্ব আজ বিজ্ঞান বিশেষ।

এখন আমরা বুঝতে পারি, ধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্যের কারণে যেমন ভাষার ভেদ (Siboleth-তত্ত্ব) হয়, তেমনি শব্দ ও বাক্যের গঠন-পার্থক্যও প্রায় সব ভাষাতেই সাধারণ সত্য। তবু এই পার্থক্য ভাষাবিশেষে বিচিত্র। মারমা বাক্য গঠন (শব্দক্রম, মধ্য বা গর্ভবাক্য এবং উপবাক্য গঠন, শব্দবাক্য এবং অংশবাক্যগঠন, এভাবে পূর্ণ বাক্যিক প্রকরণ বা বিন্যাস প্রভৃতি) একটি বিস্তৃত বিষয় বিধায় এখানে তৎস্থলে শব্দের প্রকার ও গঠনশৃংখলার প্রতিই আমাদের মনোযোগ থাকবে। প্রাসঙ্গিক কিছু ব্যাকরণ বিষয়ক কথা নিয়েও বলার চেষ্টা থাকবে।

৬(খ) ভাষিকউপকরণ: বর্ণমালা ও ধ্বনির প্রসঙ্গ

মারমা ভাষার লিখিত রূপ যেমন বর্মি বর্ণমালা ও অক্ষররূপ অনুসরণ করে, ধ্বনি সংখ্যা ও রূপেও তেমনি ঐ ভাষার প্রতিই তার আনুগত্য। লিখিতভাবে বাংলার মতো সবগুলি স্পৃষ্ট (অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণ অঘোষ ঘোষ x ৫টি বর্গে মোট ২০টি) ও নাসিক্য (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) ৫টি ধ্বনির রূপ এবং য় র স ও হ বর্ণের (অতএব ধ্বনিরও যেগুলি মূলত শ্বাসবাহী) ব্যবহার দেখা যায়। মারমারা কিছু অতিরিক্ত ধ্বনি ও বর্ণমালা ব্যবহার করে থাকে। ৩টি মহাপ্রাণ-পূর্ব র, ল, ণ ও ম (হ্র, হ্ল, হ্ণ,হ্ম) বাংলা বর্ণমালায় থাকলেও তা ব্যবহারে নেই, কিন্তু মারমায় আছে। এছাড়া তারা ওড়িষীদের মতো ২টি ল, ৯ (দন্ত্য ও মূর্ধ্য) ও ব্যবহার করে। মারমা নাসিক্য ধ্বনির ব্যবহার আরও বিচিত্র, এই ভাষায় আদ্য অবস্থানে প্রায় সব কটি নাসিক্যধ্বনির ব্যবহার বিশেষ গুরুত্ববহ। তাছাড়াও এই ভাষার আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে আদ্যো য় ধ্বনি যেমন yotised (y) হয় (যথা, (ই)য়ক, = Demonstrative this/that, এই, এটা, বা ওটা বোধক শব্দ); আবার তেমনি de-yotised # য়-ও হয়, যেজন্য 'য়ক' শব্দে যে অর্থ নির্দেশ করা হয়, তার ব্যাকরণিক প্রকার ভিন্ন (Numeral Denotative)। বাংলায় এর উদাহরণ: টি, টা ইত্যাদি। এইভাবে বাংলায় টা এবং এটা-তে অর্থ ও রূপগত ভেদ বা দূরত্ব না বোঝালেও মারমাতে য় এবং ইয় রূপগত ভাবে প্রতিকল্পমূলক। মারমার অপর বৈশিষ্ট্য আদ্যে অকারান্তিক একক ব্যঞ্জনের হসন্তাত্মিক

উচ্চারণ হয়, যেমন তে কিন্তু ত = ৎ, চা কিন্তু চ্চ, খা কিন্তু খ্য বা ক্ষ ইত্যাদি। হসন্তাত্মিক রূপের আবার উচ্চারণ বৈচিত্র্যও ঘটে। স্বরধ্বনি মাত্র ৫টি (ই এ আ ও উ), অর্থাৎ দীর্ঘধ্বনি (ধ্বনি দৈর্ঘ্য) নেই, স্বরের আনুনাসিকতাও দেখা যায় না, অথচ ঙা, ঞি প্রভৃতি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি সাধারণ।

৬(গ) মারমা শব্দ নির্মাণ ও পদগঠন

শব্দই ভাষা এবং অভিধানের ও ব্যাকরণের অন্যতম মূল উপকরণ। অর্থ, উৎপত্তি ও গঠন নিয়ে এদের কারবার। শব্দের কিছু ধারা আছে; প্রকারভেদও আছে। বিশেষ নিয়মে তারা গঠিত হয়। প্রত্যয়াদি যোগ এবং সন্ধি-সমাসের প্রক্রিয়ায় যেমন এক ধরনের শব্দ হয়, বিভক্তি যোগেও তেমনি আর এক ধরনের শব্দ বা পদের সংগঠন হয়। সুতরাং শব্দের (বিভক্তি-প্রত্যয়যুক্ত প্রাতিপদিক এবং অন্যান্য পদের) নানা গঠন এবং নানা পরিচয়। শব্দভাণ্ডারের বিষয়টি দেখে অভিধান। অভিধান ব্যাকরণকে ধারণ করে সত্য, কিন্তু ব্যাকরণ অভিধানের মতো সংকলন গ্রন্থ নয়, এটি তদপেক্ষা স্বতন্ত্র। আমাদের আলোচনা ব্যাকরণ অর্থাৎ মারমা ভাষার ধ্বনির পরিচয় (পূর্বে দেখুন) এবং শব্দের গঠনপ্রক্রিয়াগত তথ্য নিয়ে। শব্দের শ্রেণিভাগ দুরূহ বিষয়। সংখ্যা শব্দ, স্থান-কাল ও প্রাকৃতিক শব্দ, শিক্ষা বা জ্ঞানাত্মক ও সামজিক শব্দ, ঋণাত্মক শব্দ প্রভৃতি। সমাজভাষাতত্ত্বে ৭টি বা ১৩টি (অন্য মতে আরও বেশি) ক্ষেত্রগত ভাগে এগুলি বিভক্ত। ডোমেন ভিত্তিক মারমা শব্দের পরিচয় পরে যুক্ত হয়েছে।

মারমা শব্দের গঠন নিচে একক ধ্বনিজাত এবং নাসিক্য ধ্বনি না হলে তার উচ্চারণ হসন্তান্তিক। বহু ভোট-চীনি ভাষাও তাই। বিশেষভাবে আসাম উপত্যকার 'তাই' প্রভৃতি monomorphemic প্রকারের ভাষাগুলি। মারমার বৈশিষ্ট্য মিশ্র, তবে প্রবণতায় এক। যথা- ৎ = এক। শ্য = আট। ৎছি = দশ। ৎলা = ১ মাস। দুই মাস বোঝাতে হয় = হ্নলা (হ্ন = দুই। লা = মাস।)। একটা = ৎক্ষু। দুইটা = হ্নকং। শব্দের শুরুতে ঙ, ঞ, হ্ন, হ্ল, ঙহ, প্রভৃতি ধ্বনির ব্যবহার সাধারণ। অতএব এই ভাষার গঠন বিচিত্র। শব্দের ব্যবহারও ক্ষেত্রগতভাবে নির্দিষ্ট। আঙ্গুলের স্বতন্ত্র শব্দ নেই হাতের আঙুল (লাহঞং) ও পায়ের আঙুল (ক্লহঞং) বোঝাতে আলাদা শব্দের ব্যবহার হয় বা শব্দের পরিবর্তন ঘটে। এইভাবে ছোটো ভাই, বড়ো ভাই বা ছেলেদের ভাইবউ ও মেয়েদের ভাইবউ স্বতন্ত্র শব্দে চিহ্নিত হয়। ভাত এবং তরকারির আলাদা শব্দ হলেও একটা অভেদ রাখা হয়। উভয় ক্ষেত্রে শব্দের যোজন বা বিয়োজনই এই অভেদের মূল সূত্র। যথা-তরিতরকারি = হাং, ভাত = আমহাং। শব্দ এখানে নিজস্বভাবে যোজকের ভূমিকা নেয়। প্রত্যয় বা বিভক্তির ব্যবহার ঐচ্ছিক। ঙা = আমি, কিন্তু আমার প্রতি = ঙা আঠাওমা। এই ভাবে 'সে আমার প্রতি রাগান্বিত = য়াকসু (he/he is) মেইং (angry) তাওপা (excessive AUX/mood) ঙা (I/me) আঠাওমা (at)। কর্তা নিজেই যোজক বা Copula-গর্ভ এক রূপ। স্বতন্ত্র Copula-র ব্যবহার নেই। -নাও (তোমার) আম্মি (নাম) আচ্চালি (কি?)? আবার ষষ্ঠী বা তির্যকরূপ নেওয়ার জন্য

সহায়ক বিভক্তি ইত্যাদিও গ্রহণ করতে হয় নিস তার (ঙা)। অন্য দিকে কাছে-দূরের উদ্দিষ্ট বস্তু বোঝাতে অতিরিক্ত বিভক্তি বা প্রসারকের যোগ ঘটে। যেমন: ই কলং আহ্লা (এই কলমটা সুন্দর), কিন্তু – ইয়াক কলমচা আহ্লা। শব্দের এই বৈচিত্র্য এবং বিচিত্রতর প্রয়োগ মারমা শব্দ বা পদশ্রেণিকে একটা বিশেষ কাঠামোগত স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। তবে আশ্চার্য বিষয় এই যে এই ভাষায় বঙ্গীয় রূপের প্রচুর উপাদান লক্ষ করা যায় (পরে দ্রষ্টব্য)

৭। মারমা ভাষিক (শব্দ) উপকরণ (Marma corpus)

[সূত্র : অং খোয়াই মারমা (২৪), পিতা- মং মং মারমা পাক্ষাইয়া পাড়া, খাগড়াছড়ি]

দ্রষ্টব্য : নিম্নরেখ শব্দগুলির সাথে বাংলার নৈকট্য লক্ষণীয়।

(১)। সংখ্যা শব্দ : ১ থেকে ১১ সংখ্যা :

ত, হ্ল, সূং, লিঃ, ঙা, খ্রক, খনণ, ষ্য (শ্য), কু, তছিবা তচ্ছি (৯০) এবং তছিৎক্ষে (৯৯)।

IPA- তে গৌরভ শিকদার (২০১১ : ৮৫) যে রূপগুলি দিয়েছেন, কয়েকটি শব্দ এখানে তা থেকে ভিন্ন, যেমন ত/tai, খ্রক/ŋov, ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, শব্দের আদিতে ব্যঞ্জন ধ্বনির স্বাধীন উচ্চারণ নেই, ক, চ, ত প্রভৃতি সেক্ষেত্রে হসন্তাত্মিক গ্রহণ করে। উচ্চারণে আকার-ইকার যুক্ত হলে বাংলা নির্দেশবাচক 'টা' বোঝাতে মারমা সংখ্যা শব্দের সাথে +'ক্ষে'/'ক্ষু', কং প্রভৃতি যুক্ত হয়।

(২) সপ্তাহের দিন বা বারের 'লা' নাম: শনি থেকে শুক্রবার =

চনিং, তালাংগুনিং, তালাংলা, আংগা, বুধধু, ক্লসবিদি, শক্রা।

- [বারের নামের সাথে বার শব্দটি যোগ করতে গেলে 'বারে'র প্রতিশব্দ 'রাক' যোগ করতে হয়। নিয়মটি বঙ্গীয়। যথা = শনিবার বুঝাতে চনিং (শনি) রাক = চনিংরাক এইভাবে শব্দটি ব্যবহার হয়।

উল্লেখ্য, মারমাতে 'সপ্তাহ' শব্দের প্রতিশব্দ দেখা যায়, সেটি হল-আখখালি'।]

চৈত্রের শেষে বা তবং-লার সংক্রান্তির দিনে মারমারা 'সাংগ্রাই' উৎসব পালন করে। বাংলাদেশে এটাই 'চৌইত পরব'। 'নওরোজে'র প্রভাব বাংলাদেশে কতখানি ছিল বলা কঠিন তবে, নবান্ন, আগুনি (অগ্রহায়ণী) পালন, পঞ্জিকা প্রকাশ (শুধু কৈলাসেই নয়, ধরাধামেও), হালখাতা, বর্ষারম্ভ, ১লা বৈশাখ এ সব নাম অনুৎসব বা উৎসব রহিত হয়নি। ইংরেজ আমল থেকেই এর সাদৃশ্যক যাত্রা শুরু। বিজাতীয় সংস্কৃতি-বিমুখতাও সার্বজনীন লোকজ উৎসবের প্রতি আকর্ষণের একটা হেতু হতেই পারে। বিভিন্ন উপজাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায় একে বিভিন্ন নামে বরণ করে নিতে থাকে। প্রতিটি

উৎসবই হয়ে ওঠে মিলনমেলা। আসামের 'বিহু'র সাদৃশ্যে বিঝু বা বিজু (রাঙ্গামাটি), সাংগ্রেই বা সাংগ্রাই ও জলঝুম্পা (বান্দরবান), রবীন্দ্রনাথের 'পালোয়ানী খেলা' (শান্তিনিকেতন) সদৃশ 'বলী খেলা' ও 'বাতাসা মেলা' (চট্টগ্রাম) প্রভৃতি সেই একই কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী রূপ।

বর্ষ বিদায় বা বর্ষশেষ ও শুভ নববর্ষ পালনের দিনটি এখন প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সাধারণ উৎসবের দিন। মারমাদের কাছে এর বাইরে তৃতীয় একটি দিনকেও শুভ মান্য করা হয়। সামাজিক জীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দিনটির নাম 'আভাদা'। কনে তুলে নেওয়া বা বিবাহের জন্য এটি সব চেয়ে সুন্দর ও শুভ দিন।

(৩) 'লা' বা মাসের নাম: বৈশাখ থেকে চৈত্র

উল্লেখ্য, উচ্চারণভেদে 'লা' বহু অর্থবোধক। একটি প্রধান অর্থ চাঁদ বা চন্দ্র। এখানে মাস অর্থেও শব্দানুটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন: কছুং-লা = কছুং (জ্যৈষ্ঠ) মাস। বৈশাখ মাস থেকে ক্রমিকভাবে নামগুলি এইরূপ; যদিও এলাকা বা গোত্র বিশেষে (বান্দরবান, তিনটেহ্রি-মানিকছড়ি, রাঙ্গামাটি প্রভৃতিতে) উচ্চারণের ক্ষেত্রে কিছুকিছু ভেদ লক্ষ্য করাও অসম্ভব নয়।

= টেঙখুলা, কছুংলা, নেংযুংলা ওয়াছুলা, ওয়াখংলা, তস্লাংলা, ওয়াগেলা, তেংছংলা, নেতলা, প্রাশোলাং, তবুথিলা, তবংলা।

বলেছি, শেষের 'লা' বহু অর্থক, অর্থাৎ মাসের নামের সাথেও ব্যবহৃত হতে পারে। যারা 'লা' দিয়ে মাসের নাম বলেন না, তাদের উচ্চারণে যথাক্রমে ভিন্নভাবে নিম্নরূপগুলি পাওয়া যায়, যথা:

= তেংখুং, কোছুং, নাইয়ুং, ওয়াছোহ্, ওয়াথং, টসলাং, ওয়াগ্যোয়ে, তেংছংবু, হেইটঅং, প্রাসো, তবোথেয়েহ এবং শেষ মাসের নাম তবং।

আদ্যব্যঞ্জনে আকার-ইকার না থাকলে হলন্ত উচ্চারণ পাবে। মানে, তবং= 'ৎবং' রূপে উচ্চারিত হবে।

(৪) ঋতুর নাম

পু (গ্রীষ্ম), মু (বর্ষা), ছং (শীত), তবংলা (বসন্ত)।

(৫) মারমা রঙের নাম (Colour terms)

Rere রে রে (লাল), yŋuuyŋu ঞিইয়াঞিয় (নীল), wongwong ওঁয়োংওয়োং (হলুদ), fuifui ফুইফুই (সাদা), myemye ম্যেএম্যেএ (কালো), prarong প্রারং (ছাই রং), khyŋu খ্যাঞু (সবুজ), kharengsirong খারেংসিরং (বেগুনি)।

(৬) কালবাচক শব্দ

খুরুইকা, ঞিগা (সকাল), মইংদি (দুপুর), এঞাজা (বিকাল), নিওয়ংব (সন্ধ্যা), ক্রোয়িই (রাত), ক্রোয়িইনাকপ (মধ্যরাত)।

*[কালবাচক শব্দ অধিকরণ চিহ্নযুক্ত বুঝায়; যেমন সুইনু জিইদু লাহারি (সুইনু বাজারে গেছে) বাক্যটি-তে কখন গেছে বোঝাতে গেলে অতিরিক্ত বিভক্তির প্রয়োজন হয় না। এই বাক্যে স্থানবাচক বিভক্তি বা prepositional suffix '-du' (জিই = বাজার + দু, অর্থ = 'বাজারে')-এর ব্যবহার সাধারণ।

(৭) প্রকৃতি বিষয়ক শব্দ

তং (পাহাড়), খ্যং (নদী), রিং (পানি), লি (বাতাস), মো (বৃষ্টি), মোপ্রু (বাজ), আচিক (বীজ), রিছাং (ঝর্ণা), আং (খাল), -আপাং (গাছ), আখখাক (শাখা, আররঅক (পাতা), ত (বন) আসসি (ফল), পেএং (ফুল), বাগাং (বাগান), লাবা (চাঁদ), নিং (সূর্য), ক্রি (তারা), ছেংছারু (সন্ধ্যা), লাআরং (জোৎস্না)।

লাব্রে (পূর্ণিমা, লাগ্যোয়ে (অমাবশ্যা), ওয়াছোলাব্রে (আষাঢ়ে পূর্ণিমা), ওয়াগ্যোয়ে লাব্রে (আশ্বিনী) পূর্ণি), ইত্যাদি।

(৮) প্রাণিবাচক শব্দ

লু (মানুষ), নুআ (গুরু), ছুইক (ছাগল), ওয়ক (শূকর), ম্রিং (সাপ), পুহেংং (পোকামাকড়), ঙা (মাছ)।

(৯) আত্মীয়বাচক শব্দ

আফফা (বাবা), আমুইং / আড্ড (মা), মামুং (মামা), মামুং ঞইং (মামার ছোট ভাই), আবি (মামি), আম্মি (বোন), আক্কু (ভাই), [বড়ো হলে শব্দ শেষে 'আগ্রি' এবং ছোটো হলে শব্দ শেষে আঞী, সী যুক্ত হয়। এইভাবে বড়ভাই = আকুগ্রি এবং ছোটো ভাই = 'আক্কুসি' বা ঞীৎসি, এবং আম্মিগ্রি = আম্মি + গ্রি (বড়বোন) ও আম্মি + শ্যি (ছোটোবোন) বুঝায়। আফফু (দাদা), আব্বাং (দাদি), মিররি (ছেলে মানে দেবরের ভাবি), রওমা (মেয়েদের মানে ননদ দের ভাই-বৌ, ভাবি); একইভাবে বোনের স্বামী (জামাইবাবু তথা অল্পপরিচিত শব্দ 'দুলাভাই')-কে বোঝাতে ছেলে এবং মেয়েদের ভেতর ভিন্ন ভিন্ন শব্দ যথা 'য়কফা' (ছেলেদের) এবং 'খো' (মেয়েদের)-এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

(১০) অঙ্গপ্রতঙ্গ বিষয়ক শব্দ

আলাক (হাত), আগ্রিই (পা), লাহঞ (হাতের আঙ্গুল), কহঞং (পায়ের আঙ্গুল), ম্যাচিংক (চোখ), ম্যাকহ্যা (মুখমণ্ডল), (খহ্যাং) মুখ, শ্যা (জিভ), নখং (নাক), সূআ (দাঁত), লইংফাং (গলা), রাং (বুক), আওয়েং (পেট), লাকসি (নখ), মুছই (গোঁফ)।

(১১) সমাজ-সম্পৃক্ত শব্দ

ক্যং (-মন্দির), প্রি- (দেশ), পকচু (পাড়া), রুআ- (গ্রাম), ইং-(বাড়ি), লু (মানুষ), ছুইং (দোকান), জিই (বাজার), সস্যোং (সকলে)।

(১২) গৃহস্থলী বস্তুর নাম

ইং (ঘর), গলক-(গ্লাস), হাঁড়ি (ও), কলস-(ওখাক), প্লাঙ- (বোতল), য়ুসেং-(চামচ)।

(১৩) খাদ্য ও শস্যাদির নাম

রি- (পানি), চববা (ধান), আমহাং, য়মং- (ভাত) হ্নস্সি- (কলা), আসসি- (ফল), তলুং সারাকসি (আম) হাং- (তরিতরকারি)।

(১৪) ক্রিয়াত্মক শব্দ

লা (যাওয়া) আসা (ললে), লুরি (চাওয়া), চাফু/চালিই (খাওয়া), ম্রাংরি (দেখা), (কুওফেংরি) সাহায্য করা, হিং (থাকা), প্র (বলা)।

(১৫) শিক্ষা

চাক্কু (কাগজ), কলং (কলম), বোয়ে (বই), চলুং (বর্ণমালা), কথা (চগ্যা), বুয়েখাতা (বইখাতা), ইস্কু (স্কুল)।

(১৬) বিবিধ

লিব্রাং (মাঠ), য়ংথি (ভিতর), আররি (চামড়া), আহ্লা (সুন্দর), থাকপাং (লম্বা), মেং (রাগ, মেংতাপশি (রাগী), ক্রতি/আখক্ষ (ভালোবাসা), আসসে (আস্তে), সোয়াব (হাঁটা), আলুক্কো (কাজ করা), চ্চগা (কথা), পঙপঙ (তাড়াতাড়ি), যাদো (কোথায়), মহ্ন (কেমন) ইয়াক (এটা), সসেং (সকলে)।

[বিশেষ উল্লেখ্য, বান্দরবান, তিনটেহ্রি (মানিকছড়ি) এবং খাগড়াছড়ির মারমা অধিবাসীদের ভাষায় বিশেষত শব্দ ব্যবহারের কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ করা গেছে। কিন্তু এটি তুলনামূলক আলোচনা নয়, এখানে সে আলোচনা বাদ রাখা হয়েছে।

৮। ভাষাগঠনে ব্যাকরণের কয়েকটি বৈশেষিক ধারা/প্রণালী

৮(ক) সর্বনাম, সাধারণ কাল এবং ক্রিয়ার অর্থের ব্যাপকতা

আমি (১ম), তুমি (২য়), সে (তৃয়) + যা ক্রিয়ার রূপ, যথাক্রমে = ঙা লাফু, নাং লাফু, এবং য়াকসু লাফু।
বহু বচনেঃ ঙাকো নাংরো, য়াক্সুরো। 'আমাদের' বুঝাতে ঙারো, তির্যকরূপে (আমাকে, আমাদেরকে =) ঙাগো, ঙারো-গো।

কো এবং রো যোগ মূলত এক ও বহুকেই বুঝায়। লক্ষণীয়, বহু বচনে উত্তম পুরুষে 'ঙাকো এবং 'ঙারো' উভয়ই সিদ্ধ। ভাষাসংযোগ ঘটিতভাবে 'কো' আগম কিংবা রক্ষণশীল ক্রিয়াজনিত অব্যাপ্তিদোষে প্রস্তরীভূত হয়ে থেকেছে বিভক্তিটি। ষষ্ঠী বিভক্তিতেও বহুবচনের ব্যবহারের নিয়ম অপরিবর্তিত থাকে। ওপরে যোজিত 'য়াকসু মেং তাকওঃপ ঙা ওঠাওমা' দ্রষ্টব্য।

সে ক্ষেত্রে বহুবচনের চিহ্ন বা চিহ্নগুলির ক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনা আবশ্যক।

ঘটমান কাল- ১ম+ লারিব্যা, ২য়+ লারিব্যা, তৃয়+ লারিব্যা। গঠনগত পরিবর্তন = নাংরো লাফু, কিন্তু নারো লারিব্যা। আমি (নাংরো) যাবে এবং আমি (নারো) যাচ্ছি।

৮(খ) নির্দেশক শব্দ এবং অন্যান্য কালের চিহ্ন

বহু বচনের 'কো'-রূপের সাথে নির্দেশক শব্দের সাদৃশ্য কো (ক+ও), এবং ক+ঙ (ং) প্রত্যয় ব্যবহারের ব্যাপ্তি বুঝায়। অব্যাপ্তি (Relic)-তত্ত্বের প্রসঙ্গটি যে অর্থে বাহুল্যবোধক বা 'রিডান্ডেন্ট'।

নিচের উদাহরণগুলি লক্ষ করা যেতে পারে। বিশেষভাবে 'কং'/চং-এর ব্যবহারের ক্ষেত্রগত পার্থক্যটি:

(১) কং = ঙামা (আমি+ষষ্ঠী) হিরি (আছে) হ্ন-কং (দুই নির্দেশক টা) নূয়া (গরু) = আমার দুইটা গরু আছে।

(২) চা/০ = ঙা-ই-কলং-ওয়ইল্টি (আমি এই কলমটা কিনেছি)। কলং ওয়িলইরি (আমি কলমটা কিনেছিলাম)। কলংচা নওয়িলফু (আমি কলমটা কিনব)।

প্রাণিবাচক (নুয়া, য়মা), সংখ্যা শব্দে (হ্ন) এবং বস্তুবাচক শব্দেও (কলং) ক্রিয়ার কালগত চিহ্নের পার্থক্য রেখে (টি,রে/রি,ফু) এই নির্দেশকের (ইয়া, কং, চা) ব্যবহার হয়। অন্যান্য উদাহরণ:

টি = মাং চমেটি (রাজা যুদ্ধ করে।); ঙা বয়ে ফেটি (আমি বই পড়ি।)।

রে = ইয়া য়মা আফফা ইংদু লারে (মেয়েটি তার বাপের বাড়ি যায়)।

রি = ঙা ই কলং ওয়েলরি।

গো = আফফা য়াকসু সিমুইংগো ক্রিজং লারে (বাবা তার মেয়েকে দেখতে যায়)।

সংখ্যা শব্দের সাথে বিষয়ের প্রকৃতিগত মিল বা সাদৃশ্য অনুপাতে নির্দেশকের ব্যবহার দেখা যায়:

লুং = বিউ ৎলুং (ডিম একটা) = একটা ডিম)। ছিলুং বিউ/বিউ ছিলুং ডিম ১০টা। ৎলং সারাকাসি (একটা আম)

নির্দেশকের ব্যবহার এখানে বস্তু বা প্রাণীর আকৃতি ভাষা লম্বা, গোল, চেপ্টা আকার বিশেষে নির্দিষ্ট। যথা:

য়ক = ছিয়ক লুও (দশটা মানুষ)।

হুয়ক আফাকসা (দুই বন্ধু)।

ক্ষু = তক্ষু বয়ে (একটা বই)।

৮(গ) কারকের চিহ্ন

সাধারণভাবে এ ভাষায় কারকের স্বতন্ত্র (বিভক্তি সূচক) চিহ্ন নির্দেশ করা যায় না। যথা ঙা কলং বা ঙা'মা, আমাদের গরু = ঙো নুয়া। এখানে আমার বা আমাদের বুঝাতে ষষ্ঠী চিহ্ন ছাড়াই গঠন হয়েছে। কিন্তু আমার বই আছে = ঙামা বুয়ে হিইর‍্যে (হিইরি)। এবং সকল = সস্যেং কিন্তু সকলের = সস্যেংজুংমা। মন দিয়ে পড় বোঝাতে 'খ্যাব' শব্দের প্রয়োগ থাকলেও এর আলাদা ব্যবহার কিংবা অর্থ পাওয়া দুষ্কর। তবু 'চুই খ্যাব', 'কলঙ খ্যাব' প্রভৃতিতে করণ বা Instrumental use বুঝায় না। শূন্য অতিরিক্ত কিছু কারকরূপ উলে- খ করা যেতে পারে:

কর্তৃকারক = (শূন্য বিভক্তি, লা)।

মা বসে আছেন = আড্ড য়ুয়েংব হিইরি।

চাকরে চাকরে ঝগড়া করছে = আঙহাসালা আঙহাসা টুইগেতি।

কর্ম কারক = (শূন্য বিভক্তি, কখানও 'গো' যুক্তও হয়)।

বই কিনে পড় = বুয়ে ওয়িব ফে। (Ov1V2=(S)OV)

আমার দুটো গরু আছে = ঙামা হিরি হুকং নুয়াং। (SVO)

[আগেই বলেছি মারমা ভাষা গঠনের প্রকৃতিতে দুই রীতিই গ্রাহ্য, কর্তৃ-কর্ম-ক্রিয়া এবং কর্তৃ-ক্রিয়া-কর্ম। এ ছাড়া ক্রিয়া এবং কর্মের মিশ্রগঠনও হয়।]

ঙা বয়ে ফেটি (আমি বই পড়ি)।

মাং চমেটি (রাজা যুদ্ধ করে।)।।

(উভয়ত 'টি'-এর স্বতন্ত্র অর্থযোগ নেই, অথচ ব্যবহারিক রূপে '-টি'এর প্রকাশ দেখা যায়।)

করণ কারক = (লাব, লাবু, ব, গো, এবং শূন্য **বিভক্তি**)।

সে বল দিয়ে খেলে = য়াকসু দসিই (বল) লাবু (দিয়ে) কেজেতি।

সে লাল বলটা দিয়ে খেলে = য়াকসু রেররে দসিইলাব কেজিতি।

বাচ্চারা এতক্ষণ/সারা বিকালে বল নিয়ে মারামারি করেছে = আমমরো য়ুহুওকো/তঞাজা দসিইগো য়োওব বুওকেলিইরি। [মারামারি = আবুও, কিন্তু মারামারি করা = বুওকেলিই, নাম পুরুষে ঘটমান ক্রিয়ার (কর+ছে, হচ্ছে, বাড়ছে) বাংলা 'ছ'= রি (বুওকেলিই+রি)।]

বাতিতে আর তেল নাই, আলো জ্বলবে কী দিয়ে?। = ছিংমি-মা ছিই মিহিংব্যা, মিং পজং তওফুলে? (শূন্য বিভক্তি)

আমরা কলম দিয়ে লিখি না = ঙারো ?মাংলাব মুরুই।

[মু (এবং মহওক, উভয়ই) নঞর্থ বোধক শব্দ। রুই = লেখা, রি = উত্তম পুরুষের চিহ্ন। মা = না, মাং = রাজা এবং ?মাং = কলমের প্রাচীন ব্যবহার।]

ট্রেনে না নৌকা দিয়ে যাও = ট্রেনলাব মহওক হ্লিইলাব লালি।

ভাল করে মন দিয়ে লেখা পড়া কর = আহ্লা প্যাংব চুই খ্যাব চা-ফে।

[করণে 'দিয়ে' অর্থে লা/খ্যা এর সাথে অতিরিক্ত 'ব'ও যুক্ত হয়। আবার যাওয়া অর্থেও 'লা' বুঝায়। স্বরের সামান্য পার্থক্য আছে। ব-যুক্ত হয়ে লা-এর স্বরসম্পূর্ণতা ও অর্থ পার্থক্য স্পষ্ট বুঝায়। লা'প্রলম্বিত ও তুলনামূলক উচ্চস্বরাভাবযুক্ত হলে অর্থপার্থক্য ঘটে (করণ কারকের চিহ্ন)। লা = নিম্নস্বরাভাবযুক্ত হলে অর্থ হয় সাধারণ (শুধু 'যাওয়া' অর্থে।]

বই কিনে পড় = বু ওয়েব ফে। (এখানে 'টি'এর ব্যবহার ঐচ্ছিক, আবশ্যিক ক্ষেত্রে হবে 'ফেটি'।)

অপাদান কারক (গা, মা, নামা বিভক্তি)

ছাত্রটি রোজ লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়ে = তববিচা নুইংদেং লাইব্রেরিগা বুয়ে য়ুওব ফেত্যিএ।

চলো, ঝরণার ধারে খেলতে যাই = লা, রাংছাংনামা (বা রিছাংনামা) লাব রোজেচং লাবোমি।

অধিকরণ কারক (দু, মা এবং শূন্য বিভাক্তি)

সে রোজ পাহাড়ে যায়= য়াকসু নুইংদেং তংদু লারে।

সৈন্যরা সীমান্ত পাহাড়া দেয় = সুরুইরো আখরারাং চাংরি।

[চাংরি মানেই পাহাড়া দেওয়া, এবং চাং মানে পাহাড়া, কিন্তু রি-র আলাদা মানে কিংবা ব্যবহার নেই।]

তারা পুকুরে মাছ ধরতে গেছে = য়াসরো ক্যেংদু ঙা তিজং (বা হ্রাজং) লাহা গেতি। [মাছ ধরা এখানে মাছ খুঁজতে যাওয়া।]

আমি স্কুলে পড়ি না, বাড়িতে থাকি = ঙা ইস্কুমা ক্ষে, ইংমা নিংরি। (ফে = পড়ি, হসন্তযুক্ত ম = নঞর্থ বাচক। লক্ষণীয় এখানে ক্রিয়ারপূর্বে নঞর্থ বাচক রূপের ব্যবহার ঘটেছে।)

ষষ্ঠী কারক (মা, জুংমা, এবং শূন্য বিভক্তি)

ঙাচা = আমার (এক বচন)। ঙারো = বহুবচন

সকলের বইখাতা থকে না = সসেংজুংমা বুয়েখাতা মিহিং।

আমার বই আছে খাতাকলম নাই = ঙামা বুয়ে হিইরি খাতাকলং মিহিং।

আমাদের গরুর জন্য খড়বিচালি এবং কিছু ফেন চাই = ঙো নুয়াকিজু তিফিসি কওড়ো আরর আক্ষংরি লোরি।

৯। উপযোজন/১: মারমা ভাষার অতিরিক্ত কিছু তথ্য

মারমার শব্দবিষয় নিয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা গেলেও একে শব্দতত্ত্বের সর্ববিষয়ক আলোচনা বলা যাবে না। শব্দ যেমন আভিধানিক ভুক্তিস্বরূপ (Lexical Item), তেমনি ব্যাকরণিক সামগ্রীস্বরূপও। সেই দিক থেকে শব্দের একটা প্রধান দিক বা রূপ হলো 'পদ'। অন্যদিকে পদ বাক্যের অংশ বা খণ্ডরূপ মাত্র। শব্দকে এককভাবে দেখার অসুবিধা সেখানেই। মারমাতে 'না' (তুমি)-শব্দের বাক্যিক ব্যবহারের (পদ এবং প্রাতিপদিক রূপে) কয়েকটি রূপ হয়, যথা- নাং, নাও, নারো, নাককো প্রভৃতি এবং আদ্যে ও অনাদ্যে এর তির্যক রূপ (অর্থাৎ কো, গো প্রভৃতি যোগে গঠিত রূপ)-সহ এই রূপসমূহ প্রায় অপরিবর্তিতই থাকে। আভিধানিক গঠনের রূপ অপরিবর্তিত রেখে শব্দের এইরূপ ব্যবহার মারমা ভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই জন্য এই ভাষার শব্দতত্ত্বের সাথে সাথে বাক্যিক গঠনও লক্ষ (Study) করা আবশ্যক।

ঙা ক্রুতি নাককো। / ঙা নাককো ক্রুতি। (= আমি তোমায় পছন্দ করি।)

ঙা য়াকসুগো ক্রুতি। (আমি তাকে ভালবাসি)।

য়াকসু ঙাগো ক্রুতি। (সে আমাকে ভালোবাসে)

এখানে বাংলা 'কে'-বিভক্তির মতো মারমাতেও কর্মকারকের চিহ্ন পাই 'কো'। আসলে কর্মকারকের একটা বিশেষ ভূমিকা দেখা যায় বাক্যের এই গঠনে। 'কো'-এর অপর রূপই 'গো'। উষ্ম এবং ঘোষ ধ্বনির প্রতিবেশে অঘোষ রূপের ঘোষতা (ঙ-/গ < ক) লাভ সেই রূপেরই প্রকাশ। এই জন্য ঙাগো (আমাকে), ঙারোগো (আমাদেরকে), কিন্তু নাককো (তোমাকে)।

সুইনু লাহারি দু জিই (= সুইনু বাজারে গিয়েছিল)।

দু = অধিকরণের চিহ্ন, বাংলাতে যেমন 'এ' বা 'তে' বিভক্তি। 'সুইনু জিইদু লাহারি'-এই ভাবেও সেই চিহ্নটি এক অর্থই বুঝায়। 'ক্রিয়া (লাহারি)'-র স্থান পরিবর্তন তথা SOV/SVO বিষয়ে আগে বলা হয়েছে। একইভাবে দুছইং এবং ছইংদু দুইই চলে। (ছইং = দোকান, জিই = বাজার।) বলা দরকার মারমাদের কাছাকাছি ভাষা রাখাইন ভাষাও বাংলার মতো SVO গঠনের, যথা 'ঙা ইং লরে'। দ্বিরীতিক মারমায় 'ঙা ইংদু লারি' দুইই সাধারণ। আবার নঞর্থক ভাবে 'তুমি খাও না' অর্থে চট্টগ্রামি রীতিতে 'নাং মাচাল' এই রূপও হয়, যাকে বলা হয় OV কিংবা Nv রীতি। ক্রিয়াপূর্ব 'মা' (মাচাল) নঞর্থবোধক লগ্নক (particle)। ম্রো ভাষার সাথে মারমাদের বাক্যের গঠনধারার এখানে মিল থাকলেও এই মিল আংশিক মাত্র। এটা ইংরেজির মতের SOV ধরনের। এই রীতি অনেক T-B ভাষার মতো ম্রো-তেও সাধারণ। অথচ এটা মারমা ভাষার ব্যক্তিগত রীতি বা শৈলী নয়, সামাজিক ভাষারও (social dialect) রীতি। এইভাবে মা + চ্চালো (না খায় = খায় না), ম+ল্লা (যায় না) ইত্যাদি। বিষয়গুলি তুলনামূলকভাবে বিবেচনা করলে এই ভাষার অন্তঃরহস্য আরও সহজভাবে বোঝা যাবে। মারমা বাক্যের গঠনে দ্বিরীতিক বৈচিত্র্যপ্রিয়তার ইতিহাস বা হেতু ভাষা-মিশ্রণ এবং সমমাত্রিকতা (dialect levelling)-সৃষ্টির একটি অন্তর্গত প্রক্রিয়াবিশেষ; ভাষাপরিবর্তন সূত্রের সাথেও বিষয়টি সম্পৃক্ত বলেই মনে হয়।

সুইনু ঞাজা জিইদু লাহারি।

ঞাজা = কালাধিকরণ, অর্থ বিকালবেলা। বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণ সাধারণত বিভক্তি গ্রহণ করে না। আসসে চগগা প্র = আস্তে কথা বল। কালবাচক শব্দ (পূর্বে উল্লেখিত, যথা- সকাল- খুরুইকা বা ঞিগা। দুপুর- মইংদি। রাত- ঞোয়িই। ইত্যাদি-র ব্যবহারও অনুরূপ। প্রদত্ত উদাহরণে সুইনু এবং জিইদু-র মাঝে কালবাচক শব্দের ব্যবহার হয়, তার পরে বা শেষে ক্রিয়া আসে। কিন্তু বিভক্তির প্রয়োগ হয় না।

য়্যাং য়াকসু সোয়ারি আসসে?

[য়াকসু লারি আসসে (= সে আস্তে যায়)। সোয়ারি = হাঁটে। য়্যাং = কি? তবে প্রশ্ন-চিহ্ন নির্দিষ্ট নেই। শব্দের (পদের) অভিক্রম দিয়ে তা বোঝানো হয়। নিচে 'লুক' শব্দের ব্যবহারও দ্রষ্টব্য। লুক = ক্রিয়ার সহায়ক প্রশ্নাত্মক একটি প্রকাশ। পূর্বে 'য়্যাং শব্দযোগেও একই বিষয় বুঝানো হয়েছে।]

আসসে আসসে আলুককো লুক = (= আস্তে আস্তে কাজ (টা) কর। = আস্তে আস্তে কাজ কর [কেন]?)

প্রশ্ন: স্বরই প্রশ্নচিহ্নের বিকল্পস্বরূপ। মান্দি, রো, বা লোলো-বর্মী (L-B) শাখার যেকোনো ভাষার মতো মারমা ভাষাও শাব্দিক এবং বাক্যিক টোন যুক্ত বা ঊর্মিল স্বরভাবিত। যেমন ঙা = 'আমি, এবং ঙা^='মাছ'।

(এখানে বাক্যতত্ত্বের ন্যায় 'টোন'-তত্ত্ব নিয়েও কোনও আলোচনা করা হয়নি। শুধু গঠনরূপে বাক্যের ভাবরূপকেই বোঝানো হয়েছে।) যাদো নাং লারিলে? = কোথায় যাও? মহ্ন আহ্লালে ইয়াক ওথথুচা? = গল্পটা কেমন ভালো লাগল? বাক্যটি আশ্চর্যবোধকও যখন অর্থ হয় গল্পটা কী ভাল!

য়াকসু চালিইরি আমহাং আমমা পওপও/য়াকসু আমমা পওপও আমহাং চালিইরি। (= সে খুব দ্রুত ভাত খায়)

[চা- খাওয়া; চাল- খাও; চালিইরি - খেয়েছিল। চাফুল = খাওয়া, প্রশ্নগর্ভ = খাও? নাং মা চাল = তুমি খাও না? নঞর্থ গঠনে স্বরভেদে ক্ষেত্রবিশেষে প্রশ্নও বোঝাতে পারে।]

প্রশ্ন: য়্যাং য়াকসু সোয়াবি আসসে? সাধারণ = য়াকসু আসসে সোয়াবি য়্যাং। ইংরেজিতে বোঝালে হয় = Does he walk slowly? Slowly he does walk or he walks slowly, hm! প্রশ্ন চিহ্ন থাকলেও তা আবশ্যিক না হয়ে কথা বলার প্রকৃতিকেই বুঝিয়েছে। যেমন লুক আলুককো আসসে আসসে বা আসসে চগ্যা প্র। এই রকম বাক্যের আদেশাত্মক ভাব (mood) বুঝাতে সহায়ক ক্রিয়া 'লুক' এর ব্যবহারও ঐচ্ছিক হয়েছে। স্বরের ব্যবহার- প্রকৃতিতে অর্থবিকল্পতার প্রকাশ ঘটাতে এতে কটি pragmatic ধারা বা লক্ষ্যকেও নির্দেশ করা হয়েছে। Discourse Analysis এবং বাক্যের অন্তর্গত রূপ বাক্যের পদবন্ধনে এই ঐচ্ছিক / আবশ্যিক ধারা নির্দেশ করে এই গঠনকে ব্যাপনীত করেছে। প্রশ্নবাক্য এবং তার Wh-গঠনের রূপ ও সীমা ইত্যাদি এখানে বিশেষ তাৎপর্য গঠন করেছে।

য়াকসু আহ্নি থাকপাং ঙা/ য়াকসু ঙা থাকপাং আহ্নি। (সে আমার চেয়ে লম্বা)

আগেই দেখেছি ষষ্ঠী চিহ্ন 'চা' এবং বহুবচনের চিহ্ন 'রো'। ঙাচা = আমার; ঙারোচা = আমাদের। বহুবচনের 'রো' বিভক্তি (কর্মপ্রবচনীয়) মধ্যাবস্থানিক, বাংলাতেও তাই। কিন্তু আঠাওমা = আমার প্রতি। য়াকসু মেংতাকপ ঙাআঠাওমা = সে আমার ওপর রাগ করে আছে। (ঙাআঠাওমা-স্থালে ক্রিয়ার স্থানবদল হতে পারে আগে তা দেখেছি।) য়াক, তাক-প, থাক-পাং শব্দত্রয়ে-ক এবং -ক- হসন্তযুক্ত, কারণ মারমা শব্দে আদ্য একক ব্যঞ্জনের মতো (#C-=C_0) প্রথম অক্ষরও বদ্ধক্ষরের গঠন (CVC) গঠন নেয়। প্রদত্ত বাক্যে ('য়াকসু ঙা...') সর্বনামে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্নলোপ মারমা বাক্যের গঠনের আর একটি প্রসঙ্গ।

১. নাং লল্লে। ২. আব্বা/আড্ড লল্লে। = ১। (আয়রে-) ২। (আব্বু/মাইওনি অর্থে প্রয়োগ)

সম্বোধন ক্ষেত্রেও এখানে একটি বৈচিত্র্য পাওয়া যায়। আমারা আগে দেখেছি, ভাই = আক্কু এবং ছোটো ভাই = আক্কুসি কিংবা ঞিংসি বা দীর্ঘ উচ্চারণে সি স্থলে সী। কিন্তু প্রদত্ত বাক্য দুটিতে ব্যাতিক্রম দেখা যায়। আন্তরিকতার প্রকাশে এই পরিবর্তন রূপ নেয় মারমাতে। প্রিয় ছোটো ভাইকে ডেকে পাঠালে নাং (এখানে 'তুই') লল্লে (আস স্থলে

আয় বোঝাবে)। একইভাবে বাবা-মাও আফফা-আমুইং স্থলে আন্তরিক প্রকাশে আব্বু এবং আড্ড হয়। সমাজভাষাতত্ত্বে আন্তরিক (Intimate) এবং আনুষ্ঠানিক (Formal) ধরনের কথাবার্তার (ভাষারূপের) প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা আছে। আসলে ভাষার বহু রূপ। মারমা ভাষার সেইসব রূপ নিয়েও আলোচনা আবশ্যক।

ঙা লাগি য়াকসু লেফফু। = আমি গেলে সে আসবে।

শর্তবাক্য Infinite প্রত্যয় নেয়। অধিকরণে বাংলাতে এ, তে যুক্ত হয়। একই অর্থে মারমাতে 'মা' 'দো' ব্যবহার হয়। যেমন, আলাওমা = হাতে, ইস্কুমা = ইস্কুলে, ইংমা = বাড়িতে এবং ইস্কুদো = ইস্কুলে ইত্যাদি। কিন্তু মারমাতে 'এ' 'তে' অধিকরণ ভাব (Locative) ছাড়াও অসমাপিকা নির্দেশ করে। সেক্ষেত্রে তার প্রকাশও হয় ভিন্ন। 'তুমি চাইলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি' এই বাক্যের মারমা রূপ = নাং লুগি ঙা নাক্কো কুওহ্নেংরি। একইভাবে 'যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে সে স্কুলে যাবে। 'এর মারমা হবে = মো মোরগি য়াকসু ইস্কুদো লাফু। নঞর্থ রূপেও হবে। 'মো রোয়াগি য়াকসু ইস্কুদো মল্লা।' এখানে ম + ললা = না যায় (Nv)।

'আলুক হিইরে কিচু য়াকসু মলে হ্নইংলি।' = ব্যস্ত থাকায় সে আসতে পারেনি। 'ফিয়ারে কিজু য়াকসু মলে হ্নইংলি।'

শর্তের আর এক রূপ ভাব (mood) যেমন আদেশাত্মক ভাবেও প্রকাশ পায় = 'নাং ঙা মিনিং আথিমা দু ললে' (তুমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে এখানে আস)।

মারমা বাক্যের প্রকাশে শব্দের ভিন্নতা আসে, কিন্তু এটাই মারমা ভাষার প্রধান দিক নয়। প্রতিটি শব্দের স্বকীয়তায়ও প্রকাশ পায়। সেক্ষেত্রে লক্ষ করতে হয় শব্দের লক্ষ্যবস্তু। যেমন বস্তুরূপ সংখ্যা বা আকারে শব্দের পরিচয় ভিন্ন হয়। নির্দেশক 'টা' বুঝাতে 'লুং' হয়। কিন্তু একটা ডিম (বিউ) বোঝাতে যদি হয় 'বিউতলুং', একটা বই বোঝাতে আর লুং হয় না, পাই 'ক্ষু' যুক্ত হসন্তান্তিক 'ত' যেমন- 'ৎক্ষু বয়ে'। একটা 'আম' বোঝাতেও 'ডিমে'র মতো গোল বিধায় হবে 'তলুং সারাকসি'। দশটা ডিম = ছিলুং বিউ (অথবা, 'বিউ ছিলুং'), কিন্তু দশটা মানুষ = ছিয়ক লুও। (যক = টা, মানুষের বা লম্বা বস্তুর বেলায়)। দুই বন্ধু = হ্নয়ক আফাকসা। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ভাষাকেও বিচিত্রতা দান করেছে।

১০। উপযোজন-২: মারমাতে আত্মীকৃত বাংলা ও বিদেশি শব্দের রূপ

ক. অনুপ্রবিষ্ট শব্দ: মারমা ভাষায় যে সব বিদেশি শব্দ দেখা যায় সেগুলির সাথে বাংলার সম্পর্ক স্পষ্ট। এগুলি মোগল-শাসনোত্তর কালের হওয়াই সম্ভব। যথা: আরবি-ফারসি মূল: কেদারা অর্থে কাদলা, কলম অর্থে কলং, এবং খাতা; হিন্দি: কম্বল অর্থে কম্ব, এবং পালং; পর্তুগিজ; বারান্দা; ইংরেজি; মাইল, লম্ব (নাম্বার > লম্বর), কাটপেনসিল প্রভৃতি; সংস্কৃত; পারদ > পাদা, শর্করা > সাগ্রা, ইত্যাদি।

খ. বঙ্গীয়রীতিতে ঐক্য বা সাযুজ্য

তিব্বতি-বর্মি ভাষাভাষীদের মধ্যে মারমা জাতি SVO/OSV দুই রীতেতেই বাক্য গঠন করে। অর্থাৎ তোমার নাম কী? বাক্যটি স্রো-রীতিতে শুধু 'এন মিং নিআ চো?' (যদিও অপরিচত নয় কর্তৃ + র্ম + ক্রি রীতি, তবে স্বল্প ব্যবহৃত)। কিন্তু মারমাতে 'নাও আম-মি আচ্চালি?'/'আচ্চালি নাও আম-মি?' উভয়ই সাধারণ।

এইভাবে মারমাতে [ঙা (আমি) পিলতি (দিয়েছি) উহ্লাচিংগো (উহ্লাচিং-কে) তগগং (এক+টা) ওয়ক (শূকর)]। আবার ['ঙা উহ্লাচিংতগগ ওয়য়ক পিলতি।'] দুই-ই হয়।

এই রকম আরও উদাহরণ: 'নাং তেংরি লাফু ইংদু'/'নাং ইংদু লাফু তেংরি' বা 'সুইনিচিং চালিইরি সারাকসি'/'সুইনিচিং সারাকসি চালিইরি' (= সুইনিচিং আম খেয়েছিল (উভয়ই সিদ্ধ। শুধু বাংলার সঙ্গে পার্থক্য এই যে, সর্বনামের পরিবর্তনে এখানে ক্রিয়ারূপেরও পরিবর্তন ঘটে না। অর্থাৎ, -বাংলায় আমি- যা + ই, তুমি যা + ও ইত্যাদির মতো সর্বনাম যুক্ত ক্রিয়ার সাথে সর্বনামের চিহ্নযোগ এই ভাষার রীতি নয়। অর্থাৎ ঙা/নাং/ইয়াকসু সর্বনামগুলির সাথে ক্রিয়ারূপ যথা, 'লারিব্যা') একই থাকাবে; এই স্থলে 'লারিব্যা' ক্রিয়া সর্বনামের চিহ্ন গ্রহণ করবে না, সব ক্ষেত্রেই অপরিবর্তিত থাকবে। তবে কাল-চিহ্নের ক্ষেত্রে ভিন্নতা ঘটে, যথা-বর্তমানে = ঙা লারি, বা বহুবচনে নাং লারি) আমি বা আমরা যাই (কিন্তু ভবিষ্যৎ-এ = নাং লাফু, বা য়াকসু লাফু) রি স্থলে ফু। একইভাবে, ঘটমান কালে = ঙা লারিব্যা, বা য়াকসু লারিব্যা কিঙবা অতীত কালে সুইনু লাহারি /উহ্লাচিং চালিইরি, প্রভৃতি। লক্ষ্যণীয়, বহুবচনের ক্ষেত্রে ('রো'-যোগে) এক বচনেরই গঠনরূপ ধারণ করে বা একই রূপ বর্তমান থাকে = (উহ্লাচিংরো লারি। নুয়া/নুয়ারো স্রাক চারি)।

গ। তিব্বতি-বর্মি (ভোট-চীনি) **ভাষায় বাংলা শব্দের আকরণ**

১. গ্রামীণ শব্দ গ্রহণ : কুইছা (লম্বা মাছ। =সর্পাকৃতির 'কুইচ্যা' মাছ), নামাইয়া (নামানো), কেছি/ কেসি (কিছু), বাসিয়া/বাছিয়া (বাছা)।

২. ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্রে লব্ধ শব্দ:

(ক) আদ্য অক্ষরে ল-এর ব্যবহার বিরল; তৎস্থলে ন হয় = নাঙ, নাঙল, (প্রাচীন সংযোগ); ব্যতিক্রম বা সাম্প্রতিক প্রবণতা = লাউ। লেবু, লাপ (ভ>প), ইত্যাদি।

(খ) র স্থলে ন হয় (বাংলায় বিরল, তবে স্থান নামে প্রাচীন ব্যবহার দেখা যায়) = নাহাল পাড়া < রাখাল পাড়া? (হিন্দি রাখোয়াল)। মান্দি বা আবেং প্রভৃতি ভাষায় ও অন্যান্য ভোট-চীনিতে - নাংথাল > রাংথাল (থালা বাসান)।

মিশ্রণ তথা dialect levelling কিংবা convergence-এর ক্ষেত্রে আংশিক আত্মীকরণ বা অতিরিক্ত অংশের স্থিতি [নাং+ >রাং+] প্রভৃতি নব্য প্রবণতাই বুঝায়। কা'পুর/ খাপোর (কাপুরুষ) শব্দে অন্ত্যাক্ষর বর্জনেও একই রীতির প্রকাশ লক্ষণীয়।

৩. বিবিধ: বিপং- বিপণি, দোহো- ডেহি মুরগি, ছি = পানি, কিন্তু খোয়া- পানি তোলা। এটি অতিরিক্ত শব্দ। এখানে হবিগঞ্জের 'খোয়াই নদী' নামে বাংলা প্রত্যয় 'আই'- যোগ ঘটেছে নাকি ভোট-চীনির ক্রিয়াবাচক শব্দ 'খোয়া'-র উৎসই ঐ নদীনাম, মোঙ্গলীয় পর্বের এই ইতিহাস এখানে গবেষণা দাবি করে। কর্ষণযন্ত্র খাতী (khati) গ্রামীণ কৃষিকাজে ব্যবহৃত বাঙালীর 'কাছি দাও'-কেই স্মরণ করায়। আরও নৈকট্য পাওয়া যায় পিঁড়ি বা বসার জন্য আসনবাচক শব্দ আৎসনাতে। এইরূপ বহু শব্দই আছে যা বাংলা-মারমা এবং মারমার সগোত্র অন্যান্য ভাষার সম্পর্ককে স্পষ্টই নির্দেশ করে।

উপসংহার

সংস্কৃতি সর্বদাই সচল এবং ভ্রমণশীল। সংস্কৃতির বাহন ভাষা। তাই ভাষাও সেই পরিচয়ই বহন করে। দুই সংস্কৃতির মিলনের মাত্রা ও পরিমাণের ওপর নির্ভর করে এই সচলধর্মিতার অর্থ, মান ও তাৎপর্য। মারমা ভাষার অতীত ও বর্তমান রূপ এবং সাম্প্রতিক প্রবণতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলে জানা যাবে আধুনিকতার ছোঁয়া তাকে উন্নতির ও অগ্রসরতার কোন পরিসরে ও কতখানি এগিয়ে নিয়ে এসেছে।

গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ বুলবুল (২০১৪)। উপজাতীয় সংস্কৃতি: পরিপ্রেক্ষিত চাকমা মারমা ও ত্রিপুরা নৃ-গোষ্ঠী। [অপ্রকাশিত] পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আবদুল মাবুদ খান (২০০৭)। *বান্দরবান জেলার মারমা সম্প্রদায়*, ঢাকা।

আবদুস সাত্তার (১৯৭৫ ২য় সংস্করণ)। *অরণ্য জনপদে*, আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা।

মং ক্য শোয়েনু নেভী (২০০৮)। 'প্রসঙ্গ মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি'। সমুজ্জ্বল সুবাতাস (হাফিজ রশিদ খান প্রমুখ সম্পাদিত), বান্দরবান।

মনিরুজ্জামান (১৯৯৪)। *উপভাষাচর্চার ভূমিকা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

– (২০১৩)। *চট্টগ্রামের উপভাষা*। চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

– (২০১৬)। *লোকচিন্তার পঞ্চকথা*। ঢাকা : চন্দ্রদীপ।

মুস্তফা মজিদ (১৯৯২)। *পটুয়াখালীর রাখাইন উপজাতি*। এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

– [সম্পাদনা, ২০০৩]। *আদিবাসী রাখাইন*। ঢাকা।

– [সম্পাদনা, ২০০৪]। *মারমা জাতিসত্ত্বা*। ঢাকা।

সৌরভ শিকদার (২০১১)। *বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা* । ঢাকা।

Mahmud Shah Qureshi (1984). *Tribal Cultures in Bangladesh*. Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, Rajshahi.

T.H. Lewib (1869). *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein* : *with comparative vocabularies of the Hill Dalects*, Calcutta.

T.H. Lewin [1879). *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein : with Comparative Vocabularies of the Hill Dialects,* Calcutta.

William Bright (1990). Language Variation in South Asia, Newyork/Oxford: OUP

তথ্য-উৎস ও কৃতজ্ঞতা

*সূত্র : ক্য শৈ প্রু। মধ্যবয়সী, বান্দর বান।

অং খোয়াই মারমা (২৪), পিতা- মং মং মারমা (পাঙ্খাইয়া পাড়া, খাগড়াছড়ি), উহ্লাচিং মারমা (২১), পিতা- নিং নিং শি মারমা (পাঙ্খাইয়া পাড়া), খাগড়াছড়ি) এর সাক্ষাৎকার এবং উ শ্যে প্রু মারমা, সম্পাদক-চেদনা, মারমা স্মাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিক)-৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২০০৪ (ও চৌধুরী চাই খোয়াই আং মারমা, ক্যাজাইন) চাকুরিজীবী, রাঙ্গামাটি-এর মারমা-সংস্কৃতি বিষয়ে চেদনা ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা থেকে তথ্য গৃহীত।

সংশি- ষ্ট অন্যান্য (তথ্য ও অন্যবিধ) প্রসঙ্গে চেদনা, চিরায়ত, পহর জাঙাল, রথী, ঝরণা, মওরুম, রঁ-দে-ভূ (উ চি মং মারমা সম্পাদিত), গৈরিকা প্রভৃতি লিটলম্যাগের কর্মবৃন্দ এবং রাঙামাটির ভাষাবিদ সুহৃদ সুগত চাকমা, বীরকুমার তঞ্চংগ্যা, রাঙ্গামাটির পাংখোয়া-গবেষক ও ব্যবসায়ী শাওন ফরিদ, ইরেজির অধ্যাপক অনির্বাণ বড়ুয়া, চন্দ্রঘোনা- লিচুবাগানের সমাজকর্মী কর্মধন তনচংগ্যা, খাগড়াছড়ির সতর্থ বন্ধু এ.বি.খীসা, ককসবাজারের তথ্যসংগ্রহক শ্রী নির্বাণ পাল (নৃ-বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ) এবং সাংবাদিক মুহম্মদ নূরুল ইসলাম (সভাপতি, কক্সবাজার একাডেমি) প্রমুখের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। এঁরা আমাকে নানা সময়ে যথার্থ তথ্যপত্রাদি দিয়ে ও অন্যভাবে পার্বত্য অধিবাসীদের সম্পর্কে বাস্তব ধারণা দিয়ে উপকৃত করেন।